



WEST BENGAL STATE UNIVERSITY
B.A. General PART-II Examinations, 2016

বাংলা - সাধারণ

দ্বিতীয় পত্র

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ১০০

দক্ষিণ প্রান্তিক সীমার সংখ্যাটি প্রশ্নের পূর্ণ মানের নির্দেশক।
প্রশ্নে একাধিক অংশ থাকলে প্রত্যেক অংশ আলাদা অনুচ্ছেদে লিখতে হবে।

১. “বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে ১+১+১৩

দেখা না হইত পরান গেলে।”

এটি কোন পর্যায়ের পদ? পদটির রচয়িতা কে? পদটির বিষয়বস্তু বিবৃত করে কবির কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

অথবা

“আজু হাম কি পেখলুঁ নবদ্বীপচন্দ্র। ১৫

করতলে করই বয়ন অবলম্ব।।”

পদটির রচয়িতা কে? কোন পর্যায়ের অন্তর্গত? বিষয়বস্তু আলোচনা করে কবির কৃতিত্ব নিরূপণ করো।

২. মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে রাবণ চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, তা আলোচনা করো। ১৫

অথবা

- মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গ অনুসরণে দূত মকরাক্ষ পরিবেশিত বীরবাহুর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের পরিচয় দাও এবং তাতে রাবণের প্রতিক্রিয়া কি ছিল জানাও। ৭+৮
৩. পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থের 'ছেলেটা' কবিতায় কবি মুক্ত শৈশবের যে মর্মস্পর্শী কথাচিত্র রচনা করেছেন তার পরিচয় দাও। ১৫
- অথবা
- পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থের 'সাধারণ মেয়ে' কবিতায় একটি সাধারণ মেয়ে কীভাবে কবির লেখনির স্পর্শে অসাধারণ হয়ে উঠেছে তার পরিচয় দাও। ১৫
৪. 'কিন্তু দুর্দিন এল, একি দুর্দিন এল'- কোন কবির রচনা? কবিতার নাম লেখো। কবিতায় যে দুর্দিনের ছবি ফুটে উঠেছে তা আলোচনা করো। ১+১+১৩
- অথবা
- 'পঁচিশ বছর প্রতীক্ষায় আছি।' কে কার জন্য প্রতীক্ষায় আছে? কবিতাটিতে কবির যে ক্ষোভ ও হতাশার ছবি ফুটে উঠেছে তার বর্ণনা দাও। ২+১৩
৫. নীচে উদ্ধৃত অংশগুলির রচয়িতার নাম ও প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৪×৫ = ২০
- (ক) অন্যের ছাওয়াল যত তারা ননী খায় কত
মা হইয়া কেবা বন্ধ করে।
- অথবা
- কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ।
- (খ) কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে
প্রচেতঃ। হা ধিক্ ওহে জল দলপতি।
- অথবা

‘ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া
কল্যাণী, সমরে নাশি, তোমার কল্যাণে
রাঘবে।’

- (গ) ‘তখন মাধবের মাথা নত বেদীমূলে
রাজার তলোয়ারে মুহূর্তে ছিন্ন হল সেই মাথা।’

অথবা

‘ঘরেতে এলো না সে তো, মনে তার নিত্য আসা যাওয়া
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।’

- (ঘ) ‘আমরা কিন্তু দেশ দেখি না অন্ধকারে।’

অথবা

‘কত রাজা আসে যায় ইতিহাসে,
ঈর্ষা আর দ্বেষ আকাশ বিবাক্ত করে...।’

৬. উদাহরণসহ অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

১২

অথবা

উদাহরণসহ যে-কোনো তিনটি বিষয়ে আলোচনা করো।

৩×৪ = ১২

মাত্রা, পংক্তি, যতি, দল, অক্ষর।

৭. যে-কোনো দুটি বিষয়ে ছন্দোলিপি নির্ণয় করো:

৪×২ = ৮

- (ক) “কি পেখলুঁ নটবর গৌর কিশোর
অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধনী তীরে উজোর।”

- (খ) “বেলা যে পড়ে এল জলকে চল
পুরানো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে
কোথা সে ছায়া সখী কোথা সে জল।”
- (গ) “দুলিতেছে তরী ফুলিতেছে জল ভুলিতেছে মাঝি পথ।
ছিড়িয়াছে পাল কে ধরিবে হাল আছে কার হিম্মৎ।”
- (ঘ) “ঠাই নাই ঠাই নাই ছোটো সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়াছে ভরি।”
- (ঙ) “এভাবে বলো আর কি হবে বেঁচে থেকে
বরং আমাকে অন্ধ করো
দিয়েছি যৌবন তোমারই দুপায়ে
এখন আমাকে ভঙ্গ করো।”